

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ  
প্রশাসন ও সমন্বয়  
গৃহ নির্মাণ ঋণ কোষ  
[www.mof.gov.bd](http://www.mof.gov.bd)

নং-০৭.০০.০০০০.২০৬.৯৯.৩৬৫.২১- ৫২৮

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪২৮ বঃ  
২৭ জুন, ২০২১ খ্রিঃ

**পরিপত্র**

বিষয়: বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারকগণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ

- (ক) এ নীতিমালা “বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারকগণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১” নামে অভিহিত হবে।
- (খ) এ নীতিমালা ০১ জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞাঃ

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

- (ক) প্রধান বিচারপতি অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;
- (খ) বিচারক অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক;
- (গ) ঋণগ্রহীতা অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক, যিনি এ নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করেছেন;
- (ঘ) গৃহ নির্মাণ ঋণ অর্থ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য একক ঋণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের জন্য একক ঋণ, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গুপ্ভিত্তিক ঋণ, বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গুপ্ভিত্তিক ঋণ এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণকে বুঝাবে;
- (ঙ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা বলতে এমন সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসকল প্রতিষ্ঠান এ পরিপত্রের আলোকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও বিচারকগণের মধ্যে গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ বিতরণ করবে;
- (চ) প্রতিষ্ঠান বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত “বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট”কে বুঝাবে;
- (ছ) সরকার বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

৩। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

- (ক) এ নীতিমালার ২(ক) ও ২(খ) অনুসারে ঋণ আবেদনকারীকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারক হতে হবে;
- (খ) গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য আবেদনের সর্বশেষ বয়সসীমা হবে অবসর গমনের ০১ (এক) বছর পূর্ব পর্যন্ত এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সুদ ভর্তুকি অবসর গ্রহণের সর্বশেষ দিন পর্যন্ত প্রাপ্য হবেন;
- (গ) একজন আবেদনকারী কেবলমাত্র একবারই এ নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

৪। ঋণ প্রাপ্তির শর্তঃ

- (ক) এ নীতিমালার আওতায় একজন আবেদনকারী দেশের যেকোন এলাকায় গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন;
- (খ) গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভবনের নকশা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
- (গ) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমি ও বাড়ি/ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে হবে;
- (ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে আবেদনকারীর একটি ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার বেতন/ভাতা/পেনশন এবং গৃহ নির্মাণ বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

(ঙ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাটের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। তবে সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মাণকৃত ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ তৈরি ফ্ল্যাট' এর শর্ত শিথিলযোগ্য।

#### ৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

- (ক) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারকগণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং ০৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড) বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কার্যক্রমটি পরিচালনা করবে;
- (খ) সরকার অন্য যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে।

#### ৬। তহবিলের উৎসঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব তহবিল হতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারকগণের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

#### ৭। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

##### ৭.১ ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণঃ

##### (ক) গ্রাহক নির্বাচনঃ

ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা, অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণে ঋণ অনুমোদন করবে এবং ঋণ পরিশোধের সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করবে।

##### (খ) ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়াকরণঃ

(১) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা-এর পারস্পরিক সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার যেকোন শাখা অফিস হতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ তার নিজস্ব গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত যথাযথ পদ্ধতি (Due diligence) অনুসরণ করে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করবে। তবে, সরকারি সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পত্রের উপর ভিত্তি করে ত্রি-পক্ষীয় দলিলের মাধ্যমে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে;

(২) ঋণ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করবে;

(৩) ঋণ আবেদনকারী উক্ত সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের সিডিউল (Negotiated repayment schedule) রেজিস্ট্রার অফিসের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবেন;

(৪) অর্থ বিভাগ ঋণ পরিশোধের সিডিউল যাচাই বাছাই অন্তে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদেয় সুদ ভর্তুকির সাময়িক মঞ্জুরী আদেশ জারি করবে। সাময়িক মঞ্জুরী আদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা গৃহ নির্মাণ ঋণের অর্থ ছাড় করবে এবং চূড়ান্ত সিডিউল প্রস্তুত করে ঋণ গ্রহীতা এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে;

(৫) রাষ্ট্র প্রদত্ত সুদ ভর্তুকির জন্য ঋণগ্রহীতা উক্ত চূড়ান্ত সিডিউলসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবেন। অর্থ বিভাগ ঋণ পরিশোধের সিডিউল (Negotiated repayment schedule) পর্যালোচনা করে সরকার প্রদত্ত সুদ ভর্তুকির চূড়ান্ত মঞ্জুরী আদেশ জারি করবে এবং সুদ ভর্তুকি প্রদান করবে।

##### (গ) ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণঃ

(১) এ নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ০১ (এক) কোটি টাকা। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পদ্ধতির (Due diligence) মাধ্যমে নিরূপিত পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ সিলিং - এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, সে পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। তবে সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় এবং ফ্ল্যাটের ক্রয় মূল্যের সাথে রেজিস্ট্রেশন ফি অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(২) জমি ক্রয়সহ বাড়ি নির্মাণ/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট (Debt) ইকুইটি অনুপাত হবে ৯০:১০।

(ঘ) ঋণের সুদঃ

- (১) এ নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৯% সরল সুদ অর্থাৎ সুদের উপর কোন সুদ আদায় করা যাবে না। ঋণগ্রহীতা ব্যাংক রেটের সমহারে সুদ পরিশোধ করবে;
- (২) সুদের অবশিষ্ট অর্থ সরকার ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করবে;
- (৩) সরকার সময়ে সময়ে সুদের উপরোক্ত হার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে। তবে পুনঃনির্ধারিত অনুরূপ সুদের হার কেবলমাত্র নতুন ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) ফিঃ

ঋণ আবেদনকারীকে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রসেসিং ফি অথবা আগাম ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অতিরিক্ত ফি প্রদান করতে হবেনা। তবে, স্বত্ব রিপোর্টের জন্য সরকারি প্লট/ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং বেসরকারি প্লট/ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা সংশ্লিষ্ট ঋণ আবেদনকারী বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রদান করবেন।

(চ) সম্পত্তি বন্ধকীকরণঃ

- (১) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের পূর্বে যে সম্পত্তিতে ঋণ প্রদান করা হবে তা বাস্তবায়নকারী সংস্থা বরাবর রেজিস্টার্ড দলিলমূলে বন্ধক (Mortgage) প্রদান করতে হবে;
- (২) বাস্তুভিটাতে বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার মালিকানাধীন অপর কোন নিষ্কটক সম্পত্তিও প্রয়োজন সাপেক্ষে রেজিস্টার্ড দলিলমূলে বন্ধক (Mortgage) প্রদান করা যাবে।

(ছ) মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের কিস্তিঃ

- (১) গৃহ নির্মাণ কাজের উপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ চারটি কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হবে, যা বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে। সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্ধারিত শাখা হতে ঋণের কিস্তি বিতরণ করা হবে;
- (২) সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণ এককালীন প্রদান করা যাবে।

৭.২ ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতিঃ

- (ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঋণ এর আসল, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় সুদ এবং সরকার প্রদত্ত সুদ ভর্তুকির পরিমাণ পৃথকভাবে প্রদর্শনপূর্বক ঋণ পরিশোধের সিডিউল প্রস্তুত করবে;
- (খ) ঋণগ্রহীতাকে ক্রমহ্রাসমান আসল (Reducing balance) টাকার উপর বার্ষিক ৯% সরল সুদে ঋণ প্রদান করা হবে;
- (গ) অনিবার্য কারণবশতঃ মাসিক কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব হলে, বিলম্বের জন্য আরোপযোগ্য সুদ শেষ কিস্তির সাথে যুক্ত হবে।

৭.৩ ঋণের মেয়াদকাল ও আদায় পদ্ধতিঃ

(ক) ঋণ পরিশোধের মেয়াদঃ

- (১) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২০ বছর;
- (২) গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির ঋণের অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর পর এবং তৈরি বাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর পর ঋণগ্রহীতা কর্তৃক মাসিক ঋণ পরিশোধের কিস্তি আরম্ভ হবে।

(খ) ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় পদ্ধতিঃ

- (১) সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট শাখায় ঋণ আবেদনকারীকে মাসিক বেতনের হিসাব খুলতে হবে। ঋণগ্রহীতার মাসিক বেতন/ভাতা এবং সরকার প্রদত্ত সুদ ভর্তুকির অংশ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার ব্যাংক হিসাবে জমা হবে;
- (২) ঋণের কিস্তি ঋণগ্রহীতার বেতন হিসাব হতে ঋণের মেয়াদ পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিতে কর্তন করা হবে;

- (৩) ঋণগ্রহীতার ব্যাংক হিসাব হতে প্রতি মাসে বেতন/ভাতা জমা হওয়ার পর ঋণের কিস্তির টাকা প্রথমেই বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তন করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ ঋণগ্রহীতা কর্তৃক উত্তোলনযোগ্য হবে;
- (৪) ঋণগ্রহীতার অবসর গ্রহণের পর সরকার কোন সুদ ভর্তুকি প্রদান করবে না;
- (৫) অবসর গ্রহণের পর ঋণের কিস্তি অপরিশোধিত থাকলে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকারী সংস্থা-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশিষ্ট ঋণ পুনঃতফশিলীকরণ (Re-schedule) করা যাবে;
- (৬) অবসরপ্রাপ্ত ঋণগ্রহীতার পুনঃতফসিলকৃত ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতার মাসিক পেনশনের টাকা বাস্তবায়নকারী সংস্থার পূর্ব নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

(গ) স্বীয় পদ ত্যাগ বা কর্মের অবসানের ক্ষেত্রে আদায় পদ্ধতিঃ

- (১) কোন বিচারক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬(৪) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বীয় পদ ত্যাগ করলে উক্ত তারিখ হতে অথবা অন্য কোন কারণে তাঁর কর্মের অবসান হলে আদেশ জারির তারিখ হতে ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ বাবদ সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে;
- (২) এ নীতিমালার ৭.৩(গ)(১)-এর ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব পোর্টফোলিও অনুযায়ী নির্ধারিত সুদ প্রদান করতে হবে। অপরিশোধিত অর্থ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার পেনশন সুবিধা/ আনুতোষিক হতে আদায় করা যাবে।

(ঘ) ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে আদায় পদ্ধতিঃ

- (১) কোন ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে ঋণের অপরিশোধিত কিস্তি তাঁর প্রাপ্য আনুতোষিক হতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (২) যদি আনুতোষিক দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় নিশ্চিত না হয়, তাহলে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে তাঁর উত্তরাধিকারীর নিকট হতে ঋণের অপরিশোধিত অংশ আদায়যোগ্য হবে;
- (৩) এ নীতিমালার ৭.৩(ঘ)(২)-এর অপরিশোধিত পাওনা আদায়ের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রচলিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৮। সরকার কর্তৃক সুদ বাবদ ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতিঃ

- (ক) এ নীতিমালায় সংযুক্ত সিডিউল অনুযায়ী প্রতিটি ঋণ পৃথক বিবেচনা করে সুদ বাবদ প্রাপ্য মাসিক ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। অর্থ বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার নামে জারিকৃত মঞ্জুরী আদেশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রদেয় সুদ বাবদ ভর্তুকির অংশ তাঁর বেতন বিলের সাথে যুক্ত হবে;
- (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মাসিক বেতন/ভাতা ব্যাংক হিসাবে জমা হলে উক্ত হিসাব হতে ঋণের পূর্ণ কিস্তি আদায় করবে যাতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় আসল ও সুদ এবং সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি বাবদ সুদের অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৯। ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

- (ক) গৃহ নির্মাণ ঋণের ভর্তুকি বাবদ সরকার সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেটে নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ রাখবে;
- (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ সরাসরি ঋণগ্রহীতার নিকট হতে ঋণের আবেদন অনলাইনে (Online) গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া (Due diligence) অনুসরণপূর্বক বাছাইকার্য সম্পন্ন করবে। প্রাপ্ত আবেদনের ক্রমানুসারে ঋণ প্রদান করা হবে;
- (গ) এ নীতিমালার আওতায় একজন ঋণ আবেদনকারী একবারে একটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা বরাবরে আবেদন করতে পারবেন। তবে ঋণ প্রাপ্তির সকল যোগ্যতা থাকলে এবং শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও বাস্তবায়নকারী সংস্থার অপারগতার কারণে তাঁর আবেদন গৃহীত না হলে তিনি অপর কোন বাস্তবায়নকারী সংস্থার বরাবরে আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

১০। সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদনঃ

প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ নীতিমালার আওতায় সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক/চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করবে।

১১। মনিটরিং:

অর্থ বিভাগের আওতায় গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এ নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

১২। অস্পষ্টতা দূরীকরণঃ

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে তা সরকার এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।

১৩। এ নীতিমালাটি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের কল্যাণার্থে প্রণয়ন ও জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

তারিখঃ ২৭/০৬/২০২১

(আব্দুর রউফ তালুকদার)

সিনিয়র সচিব

অর্থ বিভাগ।

নং-০৭.০০.০০০০.২০৬.৯৯.৩৬৫.২১- ৫২৮

তারিখঃ ১৩ আষাঢ়, ১৪২৮ বঃ  
২৭ জুন, ২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
- ০২। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা (তৌর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০৩। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ০৪। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ..... (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ) (তৌর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০৫। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (তৌর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০৬। কন্ট্রোলার জেনারেল, ডিফেন্স ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ০৭। বিভাগীয় কমিশনার, ..... (সকল)।
- ০৮। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।
- ০৯-১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, সোনালী ব্যাংক লিঃ/ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ/জনতা ব্যাংক লিঃ/ রূপালী ব্যাংক লিঃ/বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ১৪-১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড/পূবালী ব্যাংক লিমিটেড/দ্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড/ কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড/স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড।
- ১৯। জেলা প্রশাসক, ..... (সকল)।
- ২০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, ..... (সকল)।
- ২১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ২২। সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(দিল আফরোজা)

উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪৬১২০

[afrozad@finance.gov.bd](mailto:afrozad@finance.gov.bd)